KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 02, Issue :01, (January - June) 2025
Published On 28th March 2025

বাংলায় আইন অমান্য আন্দোলনে প্রান্তিক মহিলাদের ওপর পুলিশি নির্যাতন, ১৯৩০-১৯৩২

তন্ময় মালাকার
সহকারী অধ্যাপক, রঘুনাথপুর কলেজ, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ:

নিম্নবর্গের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ তাঁর Dominance Without Hegemony: History and Power in Colonial India গ্রন্থে লিখেছেন, "reading archival material or official report against it grains" (Guha 1)[i] অর্থাৎ মহাফেজখানা বা লেখ্যাগারের নথিকে বিপরীত দিক থেকে পাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে যাতে শাসকের চেতনা সেখানে ফুটে না ওঠে। কারণ অতি সাধারণ মানুষের স্বর, চেতনা এবং অনুভূতি সেই নথি থেকে একজন গবেষক কে উপলব্ধি করতে হবে। গৌণ উপাদানে পেশাগত ঐতিহাসিকেরা উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কীর্তিনিনাদ গেয়েছেন, সে পুরুষ হোক বা মহিলাই হোক, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সরকারি নথিতে তার বিপরীত চিত্রই আমরা প্রত্যক্ষ করি। যেমন ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণী, জাতি, বর্ণ যোগদান করলেও বেশিরভাগ মানুষ মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদের কথায় জানেন আবার মহিলাদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু, সরলাদেবী চৌধুরানী, বাসন্তী দেবী, ঊর্মিলা দেবীর কথায় জানেন। কিন্তু ক'জন সত্যবতী নামক বারবণিতা, পদ্মা নামক দুধ বিক্রেতা, বরদাময়ী হাইত এর মত প্রান্তিক মহিলাদের কথা জানেন? ব্রিটিশ শাসন যখন মধ্যগগনে সেইসময় নিজেদের জীবনের পরোয়া না করে সেই নিষ্ঠুর শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এই সকল প্রান্তিক মহিলা এবং সন্মুখীন হয়েছিলেন সীমাহীন পুলিশি নির্যাতনের। এখান থেকেই আলোচ্য প্রবন্ধের অন্বেষণ, শারীরিক নির্যাতন বলতে কি বোঝায়? নির্যাতনের ডিসকোর্স কি? বাংলায় কিভাবে এই প্রান্তিক মহিলাদের ওপর বর্বর নির্যাতন চলেছিল এবং কেন চলেছিল?

সুচক শব্দঃ পুলিশ, প্রান্তিক মহিলা, শারীরিক নির্যাতন, ব্রিটিশ শাসন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

ভূমিকাঃ ১৯৩০ সনের ১২ ই মার্চ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সবরমতী আশ্রমের আটাত্তর জন সদস্যকে নিয়ে আমেদাবাদের সদর দপ্তর থেকে গুজরাতের বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে দিয়ে ২৪০ মাইল পথ অতিক্রম করে ডাণ্ডিতে সমুদ্র উপকূলে পৌঁছে বেলাভূমি থেকে লবণ সংগ্রহ করে লবণ আইন ভঙ্গ করলেন এবং সূচনা করলেন বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক শক্তিশালী গণ আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলনের (Home poll confdl file 331)।[ii] প্রশ্ন হল গান্ধীজী লবণকেই কেন আন্দোলনের সূচনা করতে ব্যবহার করলেন? এপ্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ভাষ্য আমরা যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে দেখতে পাব জল বাদ দিলে লবণের মত আর কোন সামগ্রী নেই যার উপর কর বসিয়ে রাষ্ট্র কোটি কোটি অনাহারক্লিষ্ট, রুগ্ন, পঙ্গু ও অসহায় মানুষের গায়ে হাত দিতে পারে তাই লবণকরই মানুষের উদ্ভাবিত সবচেয়ে বেশি অমানবিক মাথা পিছু ধার্য কর (Chandra 398)[iii] তাই এই আন্দোলনের

সূত্রপাতের মধ্যে দিয়ে লক্ষ লক্ষ আমজনতাকে গান্ধীজী আন্দোলনে সন্নিবেশিত করলেন (Brown 1)।[iv] বলাবাহুল্য বাংলায় বিপুল পরিমাণ প্রান্তিক মহিলা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন যাদের উপর বিভিন্ন পর্যায়ে চলেছিল সীমাহীন পুলিশি নির্যাতন।

মূল প্রশ্নঃ কিন্তু প্রশ্ন হল কেন তাদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের প্রয়োজন হল? শারীরিক নির্যাতন বলতে কি বোঝায়? নির্যাতনের ডিসকোর্স কি? বাংলায় কিভাবে এই প্রান্তিক মহিলাদের ওপর বর্বর নির্যাতন চলেছিল এবং কেন চলেছিল?

এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন কিভাবে পুলিশি নির্যাতনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছিল তা তুলে ধরায় আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও বস্তুনিষ্ঠতাঃ এই গবেষণার প্রয়োজনীয়তা হওয়ার কারণ আইন অমান্য আন্দোলন নিয়ে গৌণ উপাদানগুলিতে যে ধরণের গবেষণা হয়েছে বা যে প্রকার ইতিহাস রচিত হয়েছে সেগুলির কিছু সীমাবদ্ধতা বা মৌলিক দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত বাংলায় এই আন্দোলনের প্রসার এবং একটি আদ্যন্তব্যপ্ত অহিংস আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও তার ওপর ধারাবাহিক পুলিশী নির্যাতন নিয়ে কোন গবেষণা ইতিপূর্বে পরিলক্ষিত হয়নি, অথচ আইন অমান্য আন্দোলন নিয়ে গবেষণা একেবারেই যে হয়নি তা বলা যায় না।

গ্রন্থ পর্যালোচনাঃ জুডিথ ব্রাউন Gandhi and Civil Disobedience গ্রন্থে আইন অমান্য আন্দোলনকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নামে দেশব্যাপী এক বিশৃঙ্খলা বলে অভিহিত করেছেন এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেছেন। এই অহিংস গণ আন্দোলনের বিশ্বব্যাপী গুরুত্বের থেকেও তার রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং মহাত্মার রাজনীতি (Brown 311)[v] বিশেষ করে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড আরউইনের সাথে গোপন সমঝোতা করে গান্ধীজী আন্দোলন রহিত করে দেন যার ফলে বাঁধা পায় এক গণ আন্দোলন। অথচ দেশব্যাপী জরিমানা, বন্দীত্ব করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, পিটুনি কর, পুলিশ হাজতে অকথ্য অত্যাচার বিষয়গুলি তার রচনায় অনালোচিত থেকেছে। কিছুক্ষেত্রে তিনি সত্যাগ্রহীদের জেলে বন্দীত্বের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু কোনরকম শারীরিক নির্যাতনের বিবরণ দেননি তাই তার আলোচনা হয়ে উঠেছে একপেশে ও পক্ষপাত দুষ্ট।

Thomas Weber তার On the Salt March: The Historiography of Gandhi's March to Dandi গ্রন্থে আইন অমান্য আন্দোলনে যুক্ত পুরুষ ও মহিলাদের উপর বিভিন্ন সময়ে চলা শারীরিক নির্যাতনকে গবেষণায় উপস্থাপন করেছেন এবং সাধারণ সত্যাগ্রহীদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালানোর দৃশ্য তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে তার গবেষণাকে বিশিষ্ট রূপ দিয়েছিলেন। তিনি তার গ্রন্থের ভূমিকাতেই লিখেছেন, লুই ফিশার, দীননাথ গোপাল তেন্ডুলকার, জুডিথ ব্রাউন দরদী মন নিয়ে উক্ত বিষয়কে বিশ্লেষণ করতে পারেননি। কিন্তু তার গবেষণা গুজরাটের সমুদ্র উপকূল ডাণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ ছিল, ভারতবর্ষের অন্যত্র প্রদেশ বিশেষ করে বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলাগুলি তার গবেষণায় ব্রাত্য রয়ে যায় তথাপি সমগ্র বিশ্বের জনমত আকর্ষিত করতে এই আন্দোলনের ভূমিকা তার গবেষণায় স্বীকৃত হয়েছে (Weber XV)।[vi]

নন্দিনী গুপ্ত দেখানোর চেষ্টা করেছেন কুলিমজুর, দিনমজুর, ছাত্র, যুব, বিপুল সংখ্যায় মহিলা ও কিছু মুসলিমদের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে একটা নগরে কিভাবে আন্দোলন দানা বাঁধে এবং তা ধীরে ধীরে গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। আইন অমান্য আন্দোলনে পুলিশী নির্যাতনকে ব্যবহার করার পশ্চাতে গণ আন্দোলন দানা বাঁধার ভয়ও কাজ করেছিল তাই নির্যাতন করে সাধারণ মানুষের মনে একরকম ভীতি তৈরি করতে চেয়েছিল

ব্রিটিশ প্রশাসকরা। যাতে ব্রিটিশ প্রশাসনকে সুরক্ষিত রাখা যায় (Gooptu 127)।[vii] রীনা পাল আইন অমান্য আন্দোলনে মহিলাদের উপর কিভাবে পুলিশী নির্যাতনকে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং গণ আন্দোলন দমন করতে মহিলাদের সন্মানহানী ও ধর্ষণ কে হাতিয়ার করেছিলেন সেনা ও পুলিশ তা তার গবেষণায় তুলে ধরেছেন তবে পুলিশী নির্যাতনের কৌশলগুলিকে মেদিনীপুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বিশ্লেষণ করায় তার গবেষণার পরিধি সংকুচিত হয়েছে (Pal Introduction)।[viii] সুরুচি থাপার বিজরকার্ট আইন অমান্য আন্দোলনে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের ভূমিকা পর্যালোচনা করলেও তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন নিয়ে কোন মন্তব্য করেননি (Bjorkert 125)।[ix]

পুলিশি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাঃ

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় পুলিশ আইন এর মধ্যে দিয়ে এদেশে একটি পেশাদারি পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। মহাবিদ্রোহ ব্রিটিশ মননে যে ভীতির সঞ্চার করেছিল তার বাস্তব প্রয়োগ হিসাবে উপনিবেশে কেন্দ্রীভূত পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল অপরাধ দমন ও শান্তিসুরক্ষা রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে (Report of the Indian Police Commission 17-18)।[x] ঔপনিবেশিক আমলের পুলিশি ব্যবস্থা নিয়ে যে গবেষণা রাজনারায়ণ চন্দভারকার করেছেন সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, প্রাথমিকপর্বে public order maintain ব্রিটিশদের কাছে প্রয়োজনীয় ছিল যেকারণে প্রশিক্ষণ, মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা, সামাজিক বিভিন্ন দায়িত্ব পালন পুলিশের প্রধান কাজ ছিল কিন্তু বিংশ শতকের পরবর্তীকালে যে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিকশিত হতে থাকে তার ফলে এই প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্ম থেকে পুলিশের দায়িত্ব বর্তায় জাতীয়তাবাদকে সমূলে নির্মূল করার মধ্যে দিয়ে (Chandavarkar 101-105)।[xi]

ডেভিড আর্নল্ড মনে করেন, আক্ষরিক অর্থে এইসময় থেকে রূপ লাভ করে একটি ‘পুলিশ রাজ’, যার আত্মপ্রকাশ ঘটে ভারতীয়দের ওপর দমনপীড়ন ও নির্যাতন কার্যকর করার মধ্যে দিয়ে। এর মূল লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে সুরক্ষা প্রদান করা (Arnold 243)।[xii] কারণ স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে যে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের উত্থান ঘটে তাকে ব্রিটিশ শক্তি সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে (Ghosh 4),[xiii] ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর উত্থান এবং mass politics বা জন রাজনীতিতে তার অংশগ্রহণের পর সেই সন্দেহই তাদের কাছে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় যারই পরিণতি ছিল বিভিন্ন দমনমূলক আইনের প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

বাংলায় ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তার ও ঔপনিবেশিক শাসনকে টিকিয়ে রাখার একটা সহায়ক মাধ্যম হয়ে উঠেছিল পুলিশ এবং পুলিশের সাথে সংশ্লিষ্ট ও পুলিশ কর্তৃক প্রযুক্ত বলপ্রয়োগ ও শারীরিক নির্যাতন। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন দমনমূলক আইনের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ভারতীয়দের শরীরের উপর পুলিশি নির্যাতনকে সহজতর, পদ্ধতিগত এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শাসনকালে (Heath 11)।[xiv] ডিনা হিথ মনে করেন, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ছিল regime of exeption, এই ব্যতিক্রমী সাম্রাজ্যে পুলিশ ‘ক্ষুদ্র সার্বভৌম’ হয়েও ঔপনিবেশিক শাসনকে টিকিয়ে রাখার মুখ্য মাধ্যম হয়ে উঠেছিল (Heath 62)।[xv]

পুলিশি নির্যাতনের ডিসকোর্সঃ

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও উপনিবেশের জনগণের মধ্যে দমনমূলক সম্পর্ক নির্ধারণে প্রতিনিয়ত পুলিশ পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যার প্রধান কাজ ছিল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও শান্তিসুরক্ষা বজায় রাখা। যেকারণে মহাবিদ্রোহের বিপর্যয়ের পরের নব্বই বছর ধরে ভারতীয়দের ওপর দমনপীড়ন চালাতে ও তাদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে পুলিশ হয়ে উঠেছিল 'মূল হাতিয়ার'(Dhillon 20)।[xvi] সর্বভারতীয় অহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখনই বৃহৎ আকার ধারণ করেছে তখনই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে পুলিশি নির্যাতন বৈধ হয়ে উঠেছে। মানব শরীরকে নানাভাবে যন্ত্রণা দেওয়া, কষ্ট দেওয়া, আঘাত করা এগুলি ছিল নির্যাতনের অঙ্গ যেগুলি প্রাক্ আধুনিক সময় থেকে পরিলক্ষিত হয়। এই দৃশ্যমান শাস্তি বিশেষ করে বেত্রাঘাত, চাবুক মারা, সশ্রম কারাদণ্ড জনজীবনে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ঔপনিবেশিক শাসনেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অ-ইউরোপীয়, যুবক, শ্রমিক শ্রেণী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং নারীদের উপর বিভিন্ন সময়ে ইউরোপীয় তথা পুলিশ কর্তৃক নির্যাতন প্রয়োগ করা হয়েছে কারণ শরীর হল উৎপাদনশীল শ্রমের যন্ত্র (Pierce 5)।[xvii] তাই উপনিবেশের জনগণের শরীরকে কায়িক নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে ব্যবহারের চেষ্টা চলেছে।

জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্র তার নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বজায় রাখার নিমিত্তে শারীরিক নির্যাতনকে ব্যবহার করেছে। সাধারণ আইন কার্যকার থাকার সময়ে নির্যাতনকে ব্যবহার করা হত, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য আদায়ের জন্য পুলিশ যখন জবানবন্দী গ্রহণ করেছে তখন এর ব্যবহার লক্ষণীয় মাত্রায় ঘটেছে (Rao 4125)।[xviii] একজন মানুষের শরীরকে নানাভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হত নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে, আইনত বৈধ না হলেও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে নানা সময়ে পুলিশ নির্যাতনকে ব্যবহার করেছে। এটিকে নিরসন করার কোন উদ্যোগ ব্রিটিশ রাষ্ট্রের তরফে দেখা যায়নি বরং একসময় সমাজের এবং পরবর্তী সময়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের রক্ষক পুলিশের মাধ্যমে নির্যাতনের প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে উপনিবেশের জনগণের উপর। যখন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন এসেছে তখন রাষ্ট্র পুলিশের কাছে নির্যাতনের দাবী বা প্রত্যাশা করেছে আবার যখন রাষ্ট্র নির্যাতন চালিয়েছে বলে রব উঠেছে তখন এটিকে কলঙ্ক বলে চিহ্নিত করে রাষ্ট্রের তরফ থেকে এটিকে নির্মূল করার দৃশ্যমান প্রচেষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়েছে (Dirks 35)।[xix]

কিন্তু কেন ও কি উপায়ে ঔপনিবেশিক পুলিশ তার কৌশল হিসাবে নির্যাতনকে একটা বর্বরোচিত অভ্যাস জেনেও তাকে বর্জন না করে ব্যবহার করলো? যেখানে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের (১৮৭২) ২৫-২৬ নম্বর ধারায় পরিষ্কার বলা আছে পুলিশ যদি কোন ব্যক্তিকে শারীরিক নির্যাতন করে জবানবন্দী আদায় করে নেয় তবে সেই সাক্ষ্য আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না (Indian Evidence Act)।[xx] তদ্সত্ত্বেও পুলিশি নির্যাতন থেকে রাষ্ট্র নিজেদের মুক্ত করতে পারেনি বাংলার আইন অমান্য আন্দোলনকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করলে আমরা সেই সত্য উপলব্ধি করতে পারি।

প্রান্তিক মহিলাদের ওপর পুলিশি নির্যাতনঃ

"প্রান্তিক মহিলা" বলতে কাদের বোঝানো হয় তা স্পষ্ট করার পর মহাফেজখানার নথি সহযোগে এই মহিলাদের ওপর কিভাবে পুলিশি নির্যাতন চলেছিল তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হবে। প্রান্তিক বলতে মূল ধারার নয় তাদের বোঝায়। সাধারণভাবে ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশির 'কারাগারের নোটবই'তে সাবলটার্ন বা নিম্নবর্গ কথাটি পাই। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সাবলটার্ন হল শোষিত শ্রেণী এর অপরপ্রান্তে অবস্থিত বুর্জোয়াশ্রেণী কেবল শাসনযন্ত্রে তার প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠা করে না বরং সৃষ্টি করে এক সার্বিক সামাজিক কর্তৃত্ব বা হেগেমনি যার ফলে চাপা পড়ে প্রান্তিক শ্রেণীর উপস্থিতি (ভদ্র ২)।[xxi] পুরুষশাসিত সমাজে সব নারীই এক অর্থে

নিম্নবর্গ (চট্টোপাধ্যায় ৭১)।[xxii] সুমিত সরকার এদের পপুলার বলে অভিহিত করেছেন (Sarkar 2)।[xxiii] ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা বড় জায়গা জুড়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ স্বীকৃত হয়েছে আর সেক্ষেত্রে মূলত সরোজিনী নাইডু, সরলাদেবী চৌধুরাণী, বাসন্তী দেবী, ঊর্মিলা দেবী প্রমুখ উচ্চপর্যায়ের মহিলাদের নিয়ে অধিকাংশ ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন কিন্তু শত শত প্রান্তিক মহিলারা পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন যা পর্যায়ক্রমে এই প্রবন্ধ থেকে উঠে আসবে।

সত্যবতী ছিল তমলুক মহকুমার তেরপেখ্যা বাজারের বার বারবণিতা। লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনের সময় সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সত্যাগ্রহ শিবিরে আহত সত্যাগ্রহীদের সেবাশুশ্রূষা করত। এইভাবে কিছুদিন চলার পর সত্যবতী নিজেই সত্যাগ্রহ করতে শুরু করে। সত্যাগ্রহ উপলক্ষে সে নানা জায়গায় পুলিশের হাতে গুরুতরভাবে প্রহৃত হয়। উপরন্তু বারবণিতা বলে পুলিশের লোক তাকে কুৎসিত ভাবে অপমান করত। টাকাপুরা গ্রামে সত্যাগ্রহ করার সময় পুলিশ তার জরায়ুর মধ্যে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। কিন্তু সত্যবতী কিছুতেই নিবৃত্ত হয়নি। সে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে সত্যাগ্রহ করতে থাকে (সান্যাল ২৭)।[xxiv]

অনুরূপ সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন কাঁথি থানার সুখদী গ্রামের পদ্মা দুধওয়ালী। সে দুধ বেঁচে জীবিকা নির্বাহ করত বলে দুধওয়ালী নামে পরিচিত হয়। পদ্মা দুধওয়ালী খোলাখালি কেন্দ্রে আইন অমান্য করে লবণ জাল দিতে গিয়েছিল। সত্যাগ্রহ কেন্দ্রে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হত। মহকুমাশাসক আবদুল গফুর ও অ্যাডিশনাল এস পি-র নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী জাতীয় পতাকা টেনে নামাচ্ছে দেখে পদ্মা দাসীর নেতৃত্বে পদ্মা দুধওয়ালী প্রমুখ প্রায় একশত মহিলা সত্যাগ্রহী পতাকা আড়াল করে দাঁড়ায়। তখন বেত ও লাঠি দিয়ে পুলিশ সত্যাগ্রহীদের মারতে থাকে। পদ্মা দুধওয়ালীকে টেনে এনে পুলিশ বুটজুতোপরা পা দিয়ে তার শরীর মাড়িয়ে দেয়, পদ্মা দুধওয়ালীর গা ফেটে রক্ত পড়তে থাকে। এরপর পুলিশ লাঠি দিয়ে তার যোনিপথে এমন আঘাত করে যে পদ্মা দুধওয়ালী অজ্ঞান হয়ে যায়। কংগ্রেসকর্মীরা তাকে কাঁথিতে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। নিরাময় হবার পর পদ্মা দুধওয়ালী আবার সত্যাগ্রহ করতে থাকে। অত্যাচার ও অপমানের ভয়ে পিছিয়ে আসেনি (Home poll confdl file 230)।[xxv]

১৯৩২ সন। আরামবাগের বড়ডোঙ্গল গ্রামে কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। দ্বারকেশ্বর নদের ধারে সাগরকুটির নামে একটা বাড়িতে কংগ্রেস অফিস। পরিবারের কর্ত্রী মৃগবালা রায় ও তাঁর তিন ছেলে হরিনারায়ণ, জয়নারায়ণ ও কৃষ্ণনারায়ণও কংগ্রেস সদস্য। রায় পরিবারের ছোট ছেলে কৃষ্ণনারায়ণের বয়স বড় জোর আঠারো-উনিশ। স্বদেশী করতে গিয়ে জেল খেটে ফিরেছে তবু প্রফুল্ল সেন, প্রাণকৃষ্ণ মিত্র, অতুল্যচরণ ঘোষ প্রমুখ স্থানীয় নেতাদের সাথে গোপনে যোগাযোগ রাখে। সাইক্লোস্টাইল মেশিনে গোপনে ছাপানো প্রচারপত্র বিলি করে। স্থানীয় দারোগা দেবেন্দ্রবিজয় মল্লিক এক দিন হাতে নাতে সেই কিশোরকে ধরে ফেললেন। পকেটে সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা একটি চিঠি। সঙ্কেতের মর্মোদ্ধার করতে পারলেন না দারোগা তখন পুলিশ দিয়ে কৃষ্ণকে বেদম মার দিতে লাগলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন বল প্রফুল্ল সেন কোথায়? সাইক্লোস্টাইল মেশিন কোথায়? মারের চোটে কৃষ্ণ বিচলিত হল না (সান্যাল ৩০)।[xxvi]

এরপর দারোগাবাবু কৃষ্ণকে কাছারিবাড়িতে নিয়ে এলেন। সেখানে তাকে উলঙ্গ করে ঘরের আড়ার সাথে পা বেঁধে মাথা নীচের দিকে করে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। এই অবস্থায় পুলিশ গোরু বাঁধার নতুন দড়ি দিয়ে তাকে মারতে আরম্ভ করল। চার পাঁচ ক্ষেপ মারার পর কৃষ্ণ অজ্ঞান হয়ে যায়, তার নাকমুখ থেকে রক্ত গড়াতে থাকে। এবারেও লাভ হল না। দারোগাবাবু চলে গেলেন সটান কৃষ্ণের বাড়িতে। ডেকে আনা হল তার মাকে। মৃগবালা রায় ছেলের অবস্থা শুনে শিউরে উঠলেন, থানায় আর গেলেন না, তখন তার একটাই প্রশ্ন, 'কেষ্ট কিছু

বলে দেয়নি তো?' ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা প্রয়োগ করে পুলিশ কর্তৃক এই নৃশংস শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল (Home poll confdl file 830)।[xxvii]

বড়ডোঙ্গলের বিপরীত তীরে দ্বারকেশ্বর নদের পূর্বতীরে অবস্থিত ডোঙ্গল গ্রামে বরদাময়ী হাইত নামে একজন বিধবা স্ত্রীলোক বাস করতেন। মনসারাম নামে এক ছেলে ছিল তাঁর কিন্তু ছেলেটি হাবা বলে তাকে হাবু বলে ডাকত সকলে এই সূত্রে বরদাময়ী হাবুর মা বলে পরিচিত ছিলেন। বড়ডোঙ্গলে কংগ্রেসের কাজকর্ম হয় যা লক্ষ্য করতেন হাবুর মা, দেশের কাজ করার তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল। ঘরছাড়া ছেলেগুলো কংগ্রেস অফিসে যায় কিন্তু তাদের খাওয়া দাওয়ার ভালো বন্দোবস্ত নেই তাই ১৯৩০ সনে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে বরদাময়ী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এদের খাওয়ানোর দায়িত্ব নিলেন। নদীর অপর পাড়ে বসে পুলিশ হাবুর মায়ের আতিথেয়তা নির্বিকারচিত্তে দেখে যাবে এটা আশা করা যায় না। পুলিশের লোক প্রকাশ্য ও পরোক্ষে নানাভাবে তাকে হেনস্তা করত (Home poll confdl file 231)।[xxviii] দিনের পর দিন মাসের পর মাস হাবুর মা এইসব অত্যাচার ও উৎপীড়ন নির্ভীকভাবে সহ্য করে একাগ্রচিত্তে স্বনিয়োজিত কর্তব্য পালন করে গেছেন (সান্যাল ৩১)।[xxix]

এতক্ষণ যে মহিলাদের কথা আলোচনা করা হল তারা সকলেই প্রান্তিক মহিলা যারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ১৯৩০ সনে গান্ধীজীর ডাকে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং লবণ আইন ভঙ্গ থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সেবাশুশ্রূষা করেছেন এবং শিকার হয়েছেন পুলিশের নৃশংস নির্যাতনের। যেসকল গবেষক ইতিহাসবিদ্ স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছেন তাদের রচিত ইতিহাসে ধরা পড়েছে উচ্চপর্যায়ের মহিলাদের কণ্ঠস্বর এবং তাদের আন্দোলনের নেতৃত্ব। কিন্তু এই সত্যবতী, পদ্মা দুধওয়ালী, মৃগবালা রায়, বরদাময়ী হাইত ওরফে হাবুর মায়ের আত্মবলিদানকে আমাদের আলোচনায় আনতে হবে কারণ এই প্রান্তিক মহিলারা ইতিহাস তৈরি করে গেছেন। কোন বাঁধা তাদের কাছে বাঁধা নয় এবং শত পুলিশি জুলুম অত্যাচার শারীরিক নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করে এরা দেখিয়েছেন কি অপরিসীম ত্যাগ এরা স্বীকার করেছিলেন।

উপসংহারঃ বাংলার জনগন কর্তৃক সংগঠিত এক একটি অহিংস আন্দোলন ছিল ব্রিটিশদের কাছে তাদের সাম্রাজ্যের অবসানের সামিল যেকারণে তারা যেনতেন প্রকারে আন্দোলনগুলিকে ভাঙতে চেয়েছিল, সেক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক পুলিশের দ্বারা উপনিবেশের মানুষের উপর গুলি চালিয়ে হোক, জেলবন্দী করিয়ে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে হোক, লাঠিপেটা করে ও বেত মেরে নির্যাতন করাই হোক যেমনভাবে সত্যবতী ও পদ্মা দুধওয়ালীর ওপর পুলিশি নির্যাতন চলেছিল আবদুল গফুর ও অ্যাডিশনাল এস পি-র নেতৃত্বে। আবার পুলিশ হেফাজতে রেখে জাতীয়তাবাদী এবং ভারতীয় জনতার উপর থার্ড ডিগ্রি ব্যবহার করেই হোক-যেমনভাবে মৃগবালা রায়ের ছোট ছেলে কৃষ্ণনারায়ণের ওপর দারোগা দেবেন্দ্রবিজয় মল্লিক কর্তৃক শারীরিক নির্যাতন চলেছিল। বাংলা তথা ভারতীয় জনগণের উপর পুলিশি নির্যাতনের সর্বোচ্চ কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল উপনিবেশে ব্রিটিশ শাসনকে টিকিয়ে রাখার জন্য। তাই কখনও জারি হয়েছে সমষ্টিগত জরিমানা (Home poll confdl file 616)[xxx], কখনও একাধিক অর্ডিন্যান্স জারি করে আন্দোলনকে ভাঙার চেষ্টা হয়েছে (Home poll confdl file 401)।[xxxi] অর্থাৎ এই পুলিশি নির্যাতনের ব্যবহার না হলে এত বড় উপনিবেশে স্বৈরতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হত না।

তথ্যসুত্র-

[i] Guha, Ranajit, Dominance Without Hegemony: History and Power in Colonial India, Harvard University Press, Cambridge, 1997.

[ii] Annual Report on Newspaper in Bengal for the year 1930, Home Poll Confidential File No. 331, Serial No. 1-5, 1931, West Bengal State Archives (Hereafter WBSA)

[iii] Chandra, Bipan et al. India's Struggle for Independence 1857-1947, Penguin, New Delhi, 1989.

[iv] Brown, Judith M, Gandhi and the Civil Disobedience: The Mahatma in Indian Politics 1928-1932, Cambridge University Press, Cambridge, 1977.

[v] Ibid

[vi] Weber, Thomas, On the Salt March: The Historiography of Gandhi's March to Dandi, Harper Collins Publishers India, New Delhi, 1997.

[vii] Gooptu, Nandini, The Politics of Urban Poor in Early Twentieth Century India, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

[viii] Pal, Rina, Women of Midnapore in Indian Freedom Struggle, Ratna Prakashan, Calcutta, 1996.

[ix] Bjorkert, Suruchi Thapar, Women in the Indian National Movement: Unseen Faces and Unheard Voices 1930-42, Sage, New Delhi, 2006.

[x] History of Police Organisation in India and Indian Village Police, Being Select Chapters of the Report of the Indian Police Commission 1902-03, Published by the University of Calcutta with the permission of the Government of India, 1913.

[xi] Chandavarkar, Rajnarayan, Police and Public Order, Crime Through Time, Edited by Saurabh Dube & Anupama Rao, Oxford University Press, U.K, 2013.

[xii] Arnold, David, Police Power and Colonial Rule: Madras, 1859-1947, Oxford University Press, Oxford, 1986.

[xiii] Ghosh, Durba Gentlemanly Terrorists: Political Violence and the Colonial State in India, 1919–1947, Cambridge University Press, U.K, 2017.

[xiv] Heath, Deana, Colonial Terror: Torture and State Violence in Colonial India, Oxford University Press, U.K, 2021.

[xv] British colonial state in India as a regime of exeption in generated by colonial officials like the police acting as petty sovereigns, Ibid, pp-62

[xvi] Dhillon, K.S, Defenders of the Establishment: Rulers supported Police Forces, Indian Institute of Advanced Study, Shimla, 1998.

[xvii] Pierce, Steven et al. Discipline and the Other Body: Correction, Corporeality, Colonialism, Duke University Press, Durham & London, 2006.

[xviii] Ra, Anupama, Problems of Violence, States of Terror: Torture in Colonial India, Economic and Political Weekly, Vol. 36, No. 43 (Oct. 27 - Nov. 2, 2001), pp. 4125-4133

[xix]Dirks, Nicholas B, The Scandal of Empire, Harvard University Press, Cambridge, 2008.

[xx] Sections 25 & 26, The Indian Evidence Act, 1872 (Act No. 1 of 1872), Ministry of Law and Justice, Govt. of India

[xxi] ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়,পার্থ সম্পাদিত নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫.

[xxii] চট্টোপাধ্যায়,পার্থ, প্রজা ও তন্ত্র, অনুশ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬, তৃতীয় সংস্করণ.

[xxiii] Sarkar, Sumit, 'Poplular' Movements & 'Middle Class' Leadership in Late Colonial India: Perspective and Problem of a History from Below, Reprint, K.P.Bagchi and Company, Calcutta, 1985.

[xxiv] সান্যাল, হিতেশরঞ্জন, স্বরাজের পথে, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০১৪, পুনর্মুদ্রণ.

[xxv] Supply of statements illustrating Congress habit of exaggerating action of authorities in the suppressing of Civil Disobedience Movement, Home Poll Confidential File No. 230, Serial No. 1-3, 1931, WBSA

[xxvi] সান্যাল, হিতেশরঞ্জন, প্রাগুক্ত.

[xxvii] Use of section 115 & 117 read with section 302 IPC in cases of incitement to violence, Home Poll Confidential File No. 830, Serial No. 1-6, 1931, WBSA

[xxviii] Clash between the police at Baradongal in Arambagh in the district of Hooghly, Home Poll Confidential File No. 231/31, WBSA

[xxix] সান্যাল, হিতেশরঞ্জন, প্রাগুক্ত.

[xxx] Imposition of a collective fine under sec. 27 of the special powers ordinance on Masuria and other villages in the district of Midnapore and proposed extension of chapter v of SPO to Midnapore, Home Poll Confidential File No. 616, Serial No. 1-2, 1932, WBSA

[xxxi] Measures to replace various ordinance, Home Poll Confidential File No. 401, Serial No. 1-11, 1932, WBSA